20

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

নির্মাণকাজে ত্রুটি ।। পটুয়াখালীর বিভিন্ন স্কুল ভবনের জীর্ণদশা

পটুয়াখালী, ১৮ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- নিম্নমানের ইট, বালু, খোয়া, প্যানিতে লবণাক্ততা ও দক্ষ রাজমিস্ত্রীর অভাবে পটুয়াখালী জেলার স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের দেয়াল ও ছাদে ফাটল ধরে পানি পড়ছে। দেয়ালের প্লাস্টার ও বালু খসে পড়ছে। ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ এ দু'টি আর্থিক বছরে পটুয়াখালী জেলার ৭টি থানায় সরকারি ও রেজিস্ট্রার্ডসহ মোট ৫৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন নির্মাণ, সংস্কার ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ২৯ কোটি ৫২ লাখ ৩৬ হাজার ৫৩২ টাকা ব্যায় করা হয়। ঠিকাদারদের নিম্নমানের কাজের কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে ভবন ধসে পড়ার আতংকের মধ্যে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ভবনগুলোতে দরজা-জানালায় নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করায় তা ভাঙ্গ হয়ে এখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ দরজা-জানালার কাঠ ঘুনে ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তবে অজানা কারণে ওই তদন্ত আর হয়নি। তবে ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে বেসরকারি বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প অধিদপ্তর পটুয়াখালী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে জেলার ৭টি থানার ১২টি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ তদন্ত করার দায়িত্ব দেন। এ সকল বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে, বাউফল থানার উত্তর-পূর্ব দাসপাড়া ও পশ্চিম বাউফল নুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, দশমিনা থানার গোপালদি নিজাবাদ ও কাউনিয়া বিদ্যালয়, গলাচিপা থানার মানিকচাঁদ ও পশ্চিম রতনদি তালতলী বিদ্যালয়, কলাপাড়া থানার সিলামপুর ও রাজেন্দ্র প্রসাদ বিদ্যালয়, মুজাগঞ্জ থানার সুবিদখালী বন্দর ও ভাজনখালী বিদ্যালয় ও সদর থানার পশ্চিম শরীফখালী ও ছোট আউলিয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। তদন্ত শেষে নির্মাণ কাজে নিম্নমানের ইট, বালু ও খোয়া ব্যবহার করে গাঁথুনি দেয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দেয়ালে ফাটল ছাদ চুঁয়ে পানি পড়ে এবং প্লাস্টার খসে পড়ছে। দেয়ালের সংযুক্ত ব্লাকবোর্ডগুলো ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। দরজা-জানালার কাঠ বেঁকে গিয়েছে। একই কারণে বিদ্যালয়গুলোর ল্যাট্রিনগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নিম্নমানের কাজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, ঠিকাদারগণ স্টোরে দীর্ঘদিন জমারাখা সিমেন্ট নির্মাণকাজে ব্যবহার করে। ফলে ঐ সিমেন্ট কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। পিকেট খোয়ার পরিবর্তে, ইটের ভাটা থেকে নিম্নমানের খোয়া ও ছাদ ঢালাইয়ের সময় পানি ও বালুর পরিমাণ বেশি ব্যবহারের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।